আমার প্রিয় ছাত্রীবৃন্দ সকলকে আমার শুভেছা জানিয়ে অল্প কিছু কথা বলব। প্রথমে, তোমাদের সকলকে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এই কারণে যে বঙ্গবন্ধু যা চেয়েছিলেন তার বাস্তবায়ন ঘটেছে বাংলাদেশে। বঙ্গবন্ধুর সেই চিন্তাকে বাস্তবে রুপায়িত করার জন্য কত পরিশ্রম করছেন তাঁর কণ্যা। আমি আনন্দিত হয়েছি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমি আগেও গিয়েছি, এখনো যাই। আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্র সকালবেলা সারিবদ্ধভাবে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। মেয়েদের শিক্ষা দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করছে বলেই আমার ধারণা। যে –পরিমাণে আমরা চেয়েছিলাম, সে- পরিমাণে হয়তো হয়নি, কিন্তু এগচ্ছে- এবিষয়েকোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে মেয়েদের শিক্ষা সম্পুর্ণ ফ্রি, এমনকি গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত। কাজেই দেখা যাচ্ছে নারীশিক্ষা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করছে এবং সমাজের ও দেশের বিভিন্ন স্তরে তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও আছে।

বঙ্গবন্ধু নারীজাতির উন্নতির কথা কেন এত করে বলেছেন ? তার কারণ, মেয়েরা যদি শিক্ষালাভ করে তবে পারিবারিক জীবন ইত্যাদি সবই উন্নত হবে। বিভিন্ন বড় বড় শহরে, শিক্ষিত মেয়েরা অনেক উন্নতি করছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমরা যাকে উন্নতি মনে করি, সেই উন্নতি তা নয়। এরুপ তথাকথিত উন্নতির বিশেষ দিক হলো- নিজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সন্বন্ধে অজ্ঞান থাকা । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মানবতার মহান নেত্রী গণতন্ত্রের মানসকন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী শিক্ষার জন্য বাই-সাইকেল ,টিফিন বস্ক, বিনামূল্যে বই,নগদ অর্থ বিতারণ করে যাচ্ছেন। এমনকী মা-সমাবেশ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে ছেলেদের তুলনায় মেয়রা শিক্ষায় উন্নত।যার কারণে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদে মেয়েরা চাকুরী করতে পারছে।